ভোরের কাগজ

2·4 MAR 2003

৪২ - - ৪

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকল প্রসঙ্গ

শাস্তির পদ্ধতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী-সচিব মতানৈক্য

কাগজ প্রতিবেদক : আসন্ন এসএসসি, দাখিল ও কারিগরি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নকল বহনের দায়ে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে না কেন্দ্রের ভেতরে নকলরত অবস্থায় বহিষ্কার করা হবে তা নিয়েও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয়েছে।

তবে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেন, নকল বহনের দায়ে গেটে কর্তব্যরত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে কোনো ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করতে পারেন আবার পরিস্থিতি বিবেচনায় নাও করতে পারেন। গতকাল রোববার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী এই মত দেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী মোঃ আবদুস সালাম পিন্টু এবং শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের বহিষ্কারবিষয়ক প্রশ্নোত্তর পর্বে সাংবাদিক এবং বিশেষত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে গতবারের ১৭ জন বহিষ্কৃত ছাত্রের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কোনো সুষ্ঠু উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে এ ধরনের বহিষ্কারকে শিক্ষা সচিব অবৈধ বলেছেন এবং তিনি বলেন, এটা মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়েছে। তিনি মন্তব্য করেন বহিষ্কৃত ছাত্রছাত্রীরা যদি আদালতের শরণাপন্ন হয় তাহলে তারা অবশ্যই জয়লাভ করবে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী যদি দোষ করে থাকেন বা বেআইনি কাজ করে থাকেন তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন বলেন পারবে না,

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

শাস্তির পদ্ধতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে

● শেষের পাতার পর

কেননা আমি যা করেছি তা আইনানুগভাবেই করেছি। তিনি এক্ষেত্রে ১৯৭৭ সালের বোর্ডের ইন্সট্রাকশনের কথা উল্লেখ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষাবিষয়ক দুটো সার্কুলার জারি করা নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। দুটো সার্কুলারের বিষয়বস্তুর মধ্যেও মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে যে, মাঠ পর্যায়ের শিক্ষকরা কোন সার্কুলারটাকে গ্রহণ করবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষা সচিব দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা পরিচালনাবিষয়ক বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, পরীক্ষার্থীগণ হলে প্রবেশের পূর্বে তাদেরকে সকল অবৈধ কাগজ ফেলে দেওয়ার জন্য বলতে হবে। তাছাড়া তাদের কাছ থেকে নকল বা অবৈধ কাগজপত্র সংগ্রহ করে নিয়ে নিতে হবে।

অন্যত্র উল্লেখ করেছেন, পরীক্ষা চলাকালীন কোনো পরীক্ষার্থীকে কোনো কাগজ দেখে লিখতে দেখা গেলে অর্থাৎ নকলরত অবস্থায় পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করতে হবে। দেখে লিখছে না এমন অবস্থায় কোনো কাগজ পাওয়া গেলে তাও নিয়ে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

এ ছাড়াও উল্লেখ করা হয়, পরীক্ষায় নকল ধরার নামে কেউ যাতে কোনো ছাত্রছাত্রীকে অযথা হয়রানি না করে তাও নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, পরীক্ষার হলে প্রবেশের পূর্বেই নকলের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অতীতে বহিষ্কার করা হয়েছে যা কাম্য নয়। কাছে নকল না থাকলেও অনেক ছাত্রছাত্রীকে অনেক ক্ষেত্রে ধমকানো হয় যা কাম্য নয়।

অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সার্কুলারে উল্লেখ করেছেন, পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন, ১৯৮০ কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তিনি অন্যত্র উল্লেখ করেছেন, পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করতে হবে এবং কোনো পরীক্ষার্থীর কাছে কোনো নকল পাওয়া গেলে তাকে গেট থেকেই সরাসরি বহিষ্কার করা হবে।

সার্কুলারের ভিন্ন বক্তব্য প্রসঙ্গে এহছানুল হক মিলন বলেন, সচিব এবং তার বক্তব্যের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই — কেননা সচিব তার বক্তব্যে গেটে বহিষ্কার করা কাম্য নয় বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন, তিনি বলেননি গেটে ছাত্রছাত্রীদের বহিষ্কার করা যাবে না।

গেটে ছাত্রছাত্রীদের বহিষ্কার করা প্রসঙ্গে শিক্ষা উপমন্ত্রী মোঃ আবদুস সালাম পিন্টু বলেন, পরীক্ষার সময় ছাড়া অর্থাৎ যে কয়ঘণ্টা পরীক্ষা হবে সে সময় ছাড়া কাউকে সার্চ করা উচিত নয়। এ ছাড়াও তিনি মন্তব্য করেন, পরীক্ষা শুরুর পূর্বে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে আলাদাভাবে তল্লাশি করাও সম্ভব নয়।

সংবাদ সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিল পরীক্ষাসমূহ সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপ জনগণকে অবহিত ও সচেতন করা। সম্মেলনে জানানো হয়েছে, এসএসসিতে ১৩৩টি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়েছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার ৭০টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও কারিগরি বিভাগে এখন পর্যন্ত কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র চিহ্নিত হয়নি। তবে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র খুঁজে বের করা হবে। এবার ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং সিলেট বিভাগের ৮৪৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

গতবারের পরীক্ষায় কন্ট্রোল রুম নির্ধারিত সময়ে গণমাধ্যমকে তথ্য সরবরাহ করেনি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গতবার কন্ট্রোল রুমের কি সমস্যা ছিল তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়নি। তবে এবার কন্ট্রোল রুম ঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পেয়ে থাকলে গণমাধ্যমকে সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। উল্লেখ্য, আগামী ২৭ মার্চ থেকে অনুষ্ঠেয় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় নকল ঠেকানোর জন্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। যেমন — শিক্ষার্থীরা নিজস্ব স্কুলে পরীক্ষা দিতে পারবে না, তাদেরকে অন্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হবে। সরকার অতিমাত্রায় নকল হওয়া কেন্দ্রগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করতে পারবে এবং স্কুলের শিক্ষার্থীরা নকলের সঙ্গে বেশি মাত্রায় যুক্ত থাকলে প্রয়োজনে সেই স্কুলের এমপিওভুক্তি এবং একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করবে। নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলোতে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যামেরা থাকবে। পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে সিআরপিসির ১৪৪ ধারা জারি করা হবে। শুধু স্থানীয় সংসদ সদস্য, আইনশৃঙ্খলা কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন।

এ ছাড়াও নকল প্রতিরোধে পরীক্ষা কেন্দ্রের কোনো কক্ষে নকল হলে কর্তব্যরত শিক্ষক যদি তা ধরতে ব্যর্থ হন এবং বহিরাগত কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, পরিদর্শক সে নকল ধরেন তবে ঐ শিক্ষককে বহিষ্কার করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সর্বোপরি ১৯৮০ সালের আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।